January 28, 2026

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400 051 Scrip Code – **TATACONSUM**	**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400001 Scrip Code - **500800**	**The Calcutta Stock Exchange Limited** 7 Lyons Range Kolkata 700 001 Scrip Code – **10000027 (Demat) 27 (Physical)**

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication pertaining to the extract of the Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2025. The publication also includes a Quick Response (QR) code and the weblink to access complete financial results for the said period.

The said extract and QR Code was published in Business Standard (English) all India Edition and Sangbad Pratidin (Bengali) Kolkata Edition, on January 28, 2026.

The above information is also being made available on Company's website at www.tataconsumer.com.

This is for your information and records and treat the same as compliance with the applicable provisions of the SEBI Listing Regulations.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Tata Consumer Products Limited**

Delnaz Dara Harda
Digitally signed by Delnaz Dara Harda
Date: 2026.01.28 11:11:09 +05'30'

Delnaz Dara Harda
Company Secretary & Compliance Officer
ACS73704
Encl : a/a.

শুনানিতে দেবাংশু, ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া: এবার এসআইআর শুনানিতে ডাক পেলেন তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ তথা তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার বালির বাসিন্দা দেবাংশু ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দুপুর ১২টা নাগাদ বালি পঞ্চায়েত অফিসে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হয়। দেবাংশু ও তাঁর মা-সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। শুনানিশেষে বেরিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। দেবাংশু বলেন, "এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নির্বাচন কমিশনের ভুলের জন্য আমার পদবি ভট্টাচার্য-র বানান ভুল হয়েছে। সে কারণেই শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। এআই ও নির্বাচন কমিশনের ভুলের মাশুল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসআইআর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে।" দেবাংশুর অভিযোগ, "আসলে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের লোকেদের শুনানিতে ডেকে তাঁদের হয়রানি করছে এমনকী তৃণমূলের নেতা, কর্মী, সমর্থকদের নাম বাদ দিতে দিচ্ছে। এজন্য বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজর রাখছে।"

নাগরিকত্ব পেলেন বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ: এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের আবহে এবার সিএএ-তে আবেদন করে নাগরিকত্ব পেলেন বাগদার এক বাসিন্দা। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুমনকুমার মজুমদার (৬৯)। ৩১ বছর আগে তিনি বাংলাদেশের বাগেরহাট থেকে এদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশের একটি হোমিওপ্যাথি কলেজে পড়াশোনা করতেন। সেই নথি দেখিয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সম্প্রতি সিএএ-তে নাগরিকত্বের আবেদন জানান। তার মধ্যে তিনি ভারতের ভোটার তালিকায় নামও তুলেছিলেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল। তারপর ফের নাগরিকত্বের আবেদন করে নাগরিকত্ব পাওয়ায় যারপরনাই খুশি তিনি। মাসখানেক আগে বারাসতে এসআইআরের শুনানিতেও হাজির হন তিনি। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সুমনবাবু জানান, বাংলাদেশে থেকে বাধ্য হয়ে চলে এসেছেন তিনি। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, তাঁদের বাংলাদেশি কোনও নথি নেই। বহু মানুষ আবেদন করে এখনও শুনানিতেই ডাক পাননি। তাঁদের কী হবে?

দইঘাটে 'মোক্ষধাম'-এর শিলান্যাসও হল

শ্মশানেই গঙ্গাজলের পুকুর, লিফট, নবরূপে সিরিটির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি নবরূপে সজ্জিত সিরিটি শ্মশানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে ওয়াটগঞ্জে দইঘাটে নতুন শ্মশান 'মোক্ষধাম'-এর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা ঋতুপর্ণ ঘোষের মৃত্যুর পর সিরিটি শ্মশানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই এই শ্মশানের হাল বদলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিমতো কলকাতা পুরসভা শ্মশানটি নবরূপে সাজিয়ে তোলে। এদিন উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষের কথা স্মরণ করেন মমতা। বলেন, "ঋতুপর্ণ ঘোষ মারা গিয়েছিলেন। আমি সিরিটি শ্মশানে গিয়েছিলাম। তখনই আমি ববিকে বলেছিলাম শ্মশানটির উন্নয়ন করা উচিত। বেহালার দিকে তেমন কিছু ছিল না। বেহালার দিক থেকে অনেক মানুষ ওখানে যায়। কেওড়াতলা শ্মশান, নিমতলা শ্মশান এগুলি আমরা করে দিয়েছি।" শ্মশানটিকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা পুরসভা তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রশংসাও করেন তিনি। "খুব ভালো কাজ হয়েছে। এবার দইঘাটে করা হবে।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করছিলেন, তখন সিরিটি শ্মশানে হাজির ছিলেন সাংসদ তথা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ তারক সিং, স্থানীয় কাউন্সিলর কৃষ্ণ সিং প্রমুখ। নবরূপে এই সিরিটি শ্মশানে চারটি বৈদ্যুতিক চুল্লি ও পরিবেশবান্ধব কাঠের চুল্লি রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতীক্ষালয়, লিফটেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মন্দিরের পাশেই গঙ্গাজলের পুকুর। যেখানে অস্থি বিসর্জন দিয়ে পাশেই সবুজ পার্কে ঘুরে আসতে পারেন। শ্মশানযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিরে ঠান্ডা পানীয় জল, ক্যাফেটেরিয়াও রয়েছে। সুলভ শৌচালয় করা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছরে শুধু কলকাতাতেই ৩৫-এর বেশি বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু শহরে নয়, গ্রামগঞ্জেও অনেক শ্মশান তৈরি হয়েছে তাঁর আমলে, এসবের জন্য ১১৮ কোটি টাকা দিয়ে ৭৫০টি চুল্লি বানানো হয়েছে।

■ গত ১৫ বছরে শুধু কলকাতাতেই ৩৫-এর বেশি বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামেও অনেক শ্মশান তৈরি হয়েছে। ১১৮ কোটি টাকা দিয়ে ৭৫০টি চুল্লি বানানো হয়েছে।

সি-এক্সপ্লোরার্স সহযোগী হ্যাম

স্টাফ রিপোর্টার: সমুদ্রে বা নদীতে নানা অভিযানে নামেন তাঁরা। ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে বিপদে উদ্ধারে। কিন্তু একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটাও জরুরি। তাই কলকাতার আউট্রাম ঘাটের সি এক্সপ্লোরার্স ইনস্টিটিউটের সহযোগী হচ্ছে হ্যাম রেডিও। ওয়েস্টবেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ দেবের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার জলে বিপর্যয় সংক্রান্ত আলোচনা হয়, অংশ নেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ও সি ম্যানশীপ অ্যান্ড নেভিগেশনের ছাত্র ও ফ্যাকাল্টি সদস্য। ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি ড: সুদেষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সমুদ্রে বা নদীতে কেউ ডুবে গেলে, বিপদে পড়লে তাদের উদ্ধারে আমাদের সদস্য প্রশিক্ষণ দেয়। উদ্ধারকারীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় হ্যাম রেডিওর প্রশিক্ষণ কাজে আসবে।" অম্বরীশ জানান, "তিনমাসের প্রশিক্ষণের পর রেডিও সিস্টেম পরিচালনার লাইসেন্স মিলবে।" এদিকে, হ্যামকেশন ২০২৬ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ শিরোপা জয়ের পর ARRL, The National Association for Amateur Radio (American Radio Relay League)-এর ২০২৫ এর সারা বিশ্বের মানবিক কাজের বিচারে সেরার সম্মান মিলেছে। ১৯৮৪ সালের থেকে 'এআরআরএল' কর্তৃপক্ষ এই সম্মান দিয়ে আসছে বলে জানান অম্বরীশ।

"কনরস্থানও তৈরি করেছি। কারও যদি সৎকারের খরচ দেওয়ার সামর্থ্য না-থাকে তবে 'সমব্যথী' প্রকল্পে ২০০০ টাকা করে দিয়ে থাকি, যাতে তাঁরা শেষ কাজটা সম্মানের সঙ্গে করতে পারেন।"

অভাবে বিক্রি কন্যাসন্তান

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: অনটনের সংসারে দিন আনি, দিন খাই অবস্থা। এক ছেলের পর মেয়ে হওয়ায় সকলের মুখে খাবার কী করে তুলে দেবেন, সেই ভাবনায় শেষমেশ একরত্তি কন্যাসন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাবা-মা! এমন ঘটনা জানাজানি হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বারাসতে। সোমবার বারাসতের ২ নম্বর ব্লকের চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসারের কাছ থেকে অভাবের তাড়নায় শিশুবিক্রির অভিযোগ পেতেই শিশুটির মা-বাবা সহ মোট তিনজনকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করল শাসন থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রবীন পাসোয়ান ওরফে বুড়ো (২৩), স্ত্রী টোটন সরকার (২৩) এবং শিশু বিক্রির ক্ষেত্রে সাহায্যকারী সোনালি সাহা ওরফে জাসমিনা বিবি (৩৩)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দম্পতির বাড়ি বারাসত ২ নম্বর ব্লকের দাদপুর পঞ্চায়েতের বহিরা কালীবাড়ি এলাকায়। বুড়ো পেশায় দিনমজুর। পরিবারে পাঁচ বছরের একটি ছেলেও আছে। অভাবের সংসারে দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে জন্মানোর পর মাত্র দশ মাস বয়সে দত্তপুকুর থানার বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সোনালি ওরফে জাসমিনার সহযোগিতায় ওই দম্পতি শিশুকে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ।

■ সাহিত্যমের 'ঈশ্বর যখন মানুষ' বইপ্রকাশে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী ধ্যেয়ানন্দ, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে এবং সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সায়ন পাল, যশোধরা চৌধুরি, অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়, পার্থ কর্মকার, অর্ণব কর্মকার, শুভদীপ চক্রবর্তী, সায়ন গুপ্ত, অতনু পাল, রাজশ্রী রায়, রূপশ্রী দাশগুপ্ত, মুখোপাধ্যায় ও কাকলি চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকরা।

■ বইমেলায় মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের স্টল উদ্বোধনে বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমার ও মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের দুই কর্ণধার তপোব্রত মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

■ গঙ্গার ঘাটে সি-এক্সপ্লোরার্স ও হ্যাম রেডিওর দল।

প্রার্থীপদ নিয়ে ফের সরব চিরঞ্জিৎ, জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: বারাসত বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে ফের জল্পনা উসকে দিলেন তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার তিনি বললেন, "আমি প্রতিবারই বলি থাকতে চাই না। কিন্তু উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ছাড়েন না আমায়। জানি না এবার শেষ পর্যন্ত কী হবে। এটা ঈশ্বরের হাতে আর আমার নেত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছি।" তাঁর দাবি, "বারবারই বলেছি আমার প্রার্থী হওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই। নেত্রী যদি বলেন আর থাকার দরকার নেই, তাহলে তাই হবে। কিন্তু এনিয়ে আমি এখনও কোনও ইঙ্গিত পাইনি।" গত ১৯ জানুয়ারি বারাসতের কাছারি ময়দানের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় চিরঞ্জিতের অনুপস্থিতি, পরবর্তীতে আবার বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে বারাসত শহরে উন্নয়নের সংলাপে আসা নিয়ে জেলা সদরের শাসকদলের প্রার্থী বদল নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। এনিয়েই বারাসত পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরিশাল কলোনি মোড়ে হাই মাস্ট লাইট উদ্বোধনে এসে চিরঞ্জিৎ বলেন, "শরীর খারাপ থাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আসতে পারিনি। একথা জানিয়েছিলাম।" অনির্বাণের সঙ্গে টেকনিশিয়ান ফেডারেশনের সংঘাত নিয়েও মুখ খোলেন চিরঞ্জিৎ। বলেন, "অভিনেতাদের উপর যে চাপ আসছে, অবিলম্বে তা না মিটলে সমূহ বিপদ আছে। তবে, অনির্বাণকে নিয়ে দেবের ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। বরং ফেডারেশনের সঙ্গে আমি, প্রসেনজিৎ, রঞ্জিত মল্লিক বসলে সমাধান হবে বলে মনে করি।"

পুলিশ-বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর: নতুন প্রজন্মকে বেশি করে বইমুখী করে তুলতে উদ্যোগী বিধাননগর কমিশনারেট পুলিশ। বাগুইআটি, এয়ারপোর্ট, রাজারহাট থানার একাধিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে বইমেলা পরিদর্শন করাল পুলিশ। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায়ও পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। ছিলেন রাজারহাটের এসিপি কুণাল জৈন, এসিপি (ট্রাফিক-১) জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

শুনানি বয়কটে আস্ত গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিণঘাটা: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর শুনানি হওয়ার কথা। অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করে এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটারদের অন্য দূরবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানিতে ডাকা হয়। যার দূরত্ব প্রায় ২২ কিলোমিটার! চূড়ান্ত হয়রানির অভিযোগ তুলে শুনানিই 'বয়কট' করলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। বাধ্য হয়ে নিজেদের গ্রাম পঞ্চায়েতেই হিয়ারিংয়ের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের হরিণঘাটা ব্লকের বেনিয়াগাম গ্রাম পঞ্চায়েতের জাফরগঞ্জের ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। শুনানি কেন্দ্রে হাজির না হয়ে ৬৫ জন ভোটার বাড়ি ফিরে যান। সোমবার শুনানি কেন্দ্রে কেউ না আসায় কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এসআইআর সংক্রান্ত হিয়ারিংয়ের কাজ।